সরকারী অনীহায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সিডা বন উন্নয়ন প্রকল্প গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে কাপ্তাই'র অদূরে গৃহীত সিডা (সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী) এর বন উন্নয়ন প্রকল্পটির কাজ আগামী বছর জুলাই মাসে গুটিয়ে ফেলা হবে।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, চুক্তি অনুযায়ী আগামী জুলাই মাসে প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হবার কথা থাকলেও এর অধীনে গৃহীত আনুষঙ্গিক কাজ সমাপ্ত হবে না। এদিকে প্রকল্পের মেয়াদ চুক্তি অনুযায়ী বর্ধিত করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির ফলে এখন সুইডিশ সরকার তা বর্ধিত না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

প্রায় ২০ কোটি টাকার (৫৬ বিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনার) এই প্রকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রামে বন উন্নয়ন, আধুনিক পদ্ধতিতে বনায়ন এবং স্থানীয় উপজাতীয়দের বনশিল্পে প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালে সুইডিশ সরকারের সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প গ্রহণ করার পর চুক্তি অনুযায়ী সুইডিশ সরকারের পক্ষ থেকে গত ৪বছরে যথারীতি অর্থসহ আনুষঙ্গিক কাজও করা হয়েছে।

(শেঃ পৃঃ ৫ এর কঃ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর)

তবে বাংলাদেশ সরকারের আগ্রহের অভাব থাকায় স্থানীয় উপজাতীয়দের বন উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দানে কোন অগ্রগতি হয়নি। এ ছাড়া বনায়ন কর্মসূচীর ও আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি মোকাবিলা সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনা করে বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিশেষ করে সুইডেনের প্রভাবশালী দৈনিক DAGENS NYHETER পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হওয়ায় সুইডিশ সরকার প্রবল জনমতের চাপে পড়ে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

উল্লেখিত পত্রিকায় সম্প্রতি এক সচিত্র নিবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের নির্যাতন-মূলক কার্যকলাপ তুলে ধরা হয় এবং সরকারী নির্যাতনে সিডা প্রকল্পের জন্য আনীত ১০টি আধুনিক জলযান ব্যবহারের প্রতিবাদ করা হয়। দীর্ঘ এই নিবন্ধে সুইডিস সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ও সরকারের এই বিরোধে পক্ষ না নেয়ার জন্যও আহ্বান জানানো হয়। এর ফলে সুইডেনে প্রবল জনমত গড়ে উঠে।

অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, সিডা আগামী জুলাই মাসে তাদের কাজ গুটিয়ে নিলে যে উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তা সম্পূর্ণ অর্জিত হবে না এবং প্রকল্পের সুফল থেকে বঞ্চিত হতে হবে। কেননা, সিডা যে উন্নততর প্রযুক্তি জ্ঞান নিয়ে এই প্রকল্পের কাজ চালায়, ইতিমধ্যে সেরূপ জ্ঞান ও দক্ষতায় প্রশিক্ষিত না হওয়ায় তাদের অনুপস্থিতিতে পুরো প্রকল্পই ভেঙ্গে যাবে। প্রকল্প কর্মীদের আরও উন্নততর প্রযুক্তিজ্ঞানে শিক্ষিত করার ব্যাপারে সরকারী অদূরদর্শী পদক্ষেপ ও অনাগ্রহের ফলে এক শূন্যতা সৃষ্টি হবে। এছাড়া বনায়নে যে বিপুল অর্থ ও সরঞ্জামের প্রয়োজন তা সরবরাহ করাও সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা। সর্বোপরি রয়েছে বহুসংখ্যক কর্মচারী ও কর্মী বেকার হয়ে পড়ার ঝুঁকি।

The Ganakanta, Dacca, 1 August 1980

The Ganakanta, Dacca, 1 August 1980

Winding Up Of SIDA Forest Development Project In The Chittagong Hill Tracts Owing To Lack Of Government Interest

(Staff Reporter)

The work of SIDA (Swedish International Development Agency) Forest Development Project, established near Kaptai, will be brought to an end in July next year because of the prevailing situation in the Chittagong Hill Tracts.

It was learnt from a reliable source that according to the agreement the term of the project would be over by next July but the planned work would not be complete. Although there is provision in the agreement for extension of the term of the project, the Swedish Government has decided not to extend it as a result of the situation in the Chittagong Hill Tracts, it has been disclosed.

This joint taka 20 crore (56 billion Swedish Kroner)-project in the Chittagong Hill Tracts with the Swedish Government was drawn up in 1976 with a view to developing forests by modern methods and training tribes in forest industries. In accordance with the agreement the Swedish Government provided money and the scheduled work was carried out during the last four years. But owing to lack of Government willingness, no progress could be made either in giving training to the native tribes of the Chittagong Hill Tracts in forest development or in the forest development scheme as a whole.

It was learnt that as a result of strong criticism of the Government (Bangladesh) policy in dealing with the crisis of the Chittagong Hill Tracts in various newspapers of the world, and particularly the publicity given to this news in the influential Swedish daily, Dagens Nyheter, public opinion in Sweden brought pressure to bear upon the Swedish Government to take this decision.

In an article accompanied with pictures in the said newspaper, the Government (Bangladesh) repressive measures were exposed and a protest was made against 10 modern transport ships (the ships were bought for the SIDA project) being used by the Government (Bangladesh) for repression against the Hill Tribes. In this long article, the Swedish Government was requested not to take sides in the dispute of the tribal people and the Government. As a result public opinion built up.

Informed observers believe that if SIDA winds up its work in July then the objectives of the project will not be achieved completely and it will deprive the country of the benefit of the project. Because the project will be wasted in the absence of SIDA's developed technology and also because of a lack of trained local expertise and knowledge, a vacuum will be created. This will result from the Government's short-sighted

step/

step in becoming unwilling to give training to the workers of the project in higher technology. The observers think that it will be impossible for the Government to provide vast sums of money and also equipments for forest development. Above all there is the risk of unemployment for many employees and labourers.

The Ganakanta, Dacca, 6 August 1980

কলমপতিতে এখন নবাগতদের কলরব ॥ নিরাপত্তার অভাবে পাহাড়ীরা বনে-জঙ্গলে ঘুরছে

August 6/80

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

পার্বত্য চট্টগ্রামের বেতবুনিয়া থানাধীন কলমপতিতে গত ২৫শে মার্চ সংঘটিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর পাহাড়ী অধিবাসীরা গৃহহীন হয়েছে। আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে পাহাড়ে জঙ্গলে। সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য কার্যকর কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। তাদের জানমালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না দিয়ে ঘরে ফেরার জন্য তাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে। সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনৈক সুইত্যা মং ফিরে এসেছিল কলমপতিতে। কিন্তু তাকে স্বাগত জানায় নি। বরঞ্চ সশস্ত্র আঘাতে তাকে হত্যা করা হয়েছে। গৃহহীন মং-এর রক্তে আবার রঞ্জিত হয়েছে কলমপতি।

বেতবুনিয়ার কলমপতিতে এখন নবাগতদের কলরব। আদিবাসী উপজাতীয়রা বিতাড়িত হয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরছে। খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে বেঘোরে তাদেরকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। কিন্তু তাদের ধানের ক্ষেত এখন অন্যদের দখলে। ইতিমধ্যে বেতবুনিয়া থানা এলাকার ৮ হাজার একর জমি ভিন্ন জেলার লোকদের বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজাতীয়দের জন্য বরাদ্দকৃত গম তাদের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে। পরিবার পিছু মাসিক ২শ' থেকে ৩শ' টাকা ভাতাও এদের দেয়া হচ্ছে।

প্রকাশ, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের গ্রামে প্রকাশ্য দিবালোকে অব্যাহত গতিতে চলছে হত্যা, লুঠন, নারী ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ। বেতবুনিয়া থানার কলমপতি এলাকা লংগদু থানার আঠারকছড়া এলাকা গুলসখালী, বসাদের, নক্তোয়া, মুবাছড়ী প্রভৃতি এলাকা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সব এলাকা আজ জনমানবশূন্য এক বিরাণ

(শেঃ পৃঃ১-এর কঃ দেখুন)

কলমপতি

(১ম পাঃ পর)

ভূমিতে পরিণত হয়েছে। অগ্নিসংযোগের ফলে আশ্রয়হীন সর্বহারাতে পরিণত হয়েছে এ সব গ্রামবাসী।

গৃহহীন হয়ে বনজঙ্গলে আশ্রয় নেবার ফলে ওষুধপত্র ও খাদ্যের অভাবে মহামারী দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে বেশকিছু সংখ্যক লোক মারা গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। সরকারী আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও নিরাপত্তাহীনতার কারণে গৃহহীন উপজাতীয়রা তাদের গৃহে আসতে পারছে না।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা তাদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন করছে। এই আন্দোলনকে দমানোর জন্যই সেখানে সরকারী নির্যাতন চলছে। জাসদসহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উপজাতীয়দের ওপর নির্যাতন বন্ধ করে রাজনৈতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান করার জন্য সরকারের নিকট বার বার দাবী জানিয়েছে। উপজাতীয়দের স্বায়ত্ত শাসনের দাবীকে মেনে নেয়ার জন্যেও তারা সরকারের নিকট অনুরোধ জানান।

The Ganakanta, Dacca, 6 August 1980

Now Voices Of The New Arrivals At Kalampati. The Hill People Are Roaming In The Forest Due To Lack Of Security.

(Staff Reporter)

After the massacre at Kalampati within Betbonia Police Station of the Chittagong Hill Tracts on 25 March last, the hillmen inhabitants have become homeless and have been compelled to take shelter in the hills and forest. The Government have taken no constructive measures to rehabilitate them. They have been asked to return to their homes without making any arrangements for the security of their lives and properties. One Suita Maung responded to the Government announcement and came back to Kalampati. But he was not greeted with pleasure. Rather he was murdered by striking him with weapons. Kalampati was once again stained with the blood of homeless Maung.

Now one hears only the voices of the new arrivals at Kalampati within Betbonia. After being driven out, the native tribals have been roaming in the forest. They are dying in distress without food and medical treatment. But their paddy farms are now under the occupation of other people. It is alleged that the settlement of 8 thousand acres of land within Betbonia Police Station have already been given to the people of other districts. The wheat allocated for the tribals are being distributed among the outsiders and they are also being paid taka 200/- to 300/- per family per month as supplementary grant.

It has been learnt that murder, looting, rape and arson have been taking place in broad day light without interruption in the villages of the hill people of the Chittagong Hill Tracts. Kalampati area within Betbonia Police Station, Atarakchara area within Longudu Police Station and the areas of Gulsakhali, Basader, Nakkoa, Mubhachari are typical illustrations of these happenings. All these areas are now vast depopulated lands without human beings. Because of arson all these villagers have lost everything and have become shelterless.

After becoming homeless and taking shelter in the forest, epidemic has broken out owing to lack of medicine and food. It has been learnt that a great number of people have already died. Despite Government's reassurance, the homeless tribals could not return to their homes due to absence of security.

It is worth-mentioning that the tribals of the Chittagong Hill Hill Tracts have been agitating for a long time on the basis of various demands. The Government are oppressing them in order to suppress this agitation. Various political parties of the country including JASAD demanded time and again to the Government for stopping oppression on the tribals and seeking political solution of the Chittagong Hill Tracts crisis. They also requested the Government to accept the tribal peoples demand for autonomy.

The Ganakanta, Dacca, 16 October 1980

উপজাতীয়দের বিরোধিতা সত্ত্বেও

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন জেলা থেকে এক লাখ পরিবার পুনর্বাসনের উদ্যোগ

উপজাতীয়দের প্রবল আপত্তি ও বিরোধিতা সত্ত্বেও সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে নতুন করে প্রায় এক লাখ পরিবারকে পুনর্বাসন করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। গত ৫ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার স্বাক্ষরকৃত এক সরকারী গোপন নির্দেশ দেশের বিভিন্ন জেলা প্রশাসকদের নিকট নতুন পরিবার পাঠানোর তালিকা প্রণয়ন করার জন্য এক সার্কুলার ইস্যু করেন। সার্কুলারটির মেমো নম্বর ৬৬৫ সি তাং ৫/৯/৮০।

উক্ত সার্কুলারটিতে বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে আগ্রহী প্রতি জেলা থেকে এমন ৫ হাজার নতুন পরিবারের তালিকা প্রণয়ন করে ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরকারী বিশেষ দূত মারফত চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পাঠাতে হবে। প্রত্যেক পরিবারকে আড়াই একর সমতল অথবা ৪ একর তরাই এলাকা অথবা ৫ একর পার্বত্য এলাকা বিনাসেলামী ও বিনা মূল্যে বরাদ্দ করা হবে।

সার্কুলারটিতে সরকারের এই কর্মসূচী সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করার জন্য জেলা প্রশাসকদের নিকট অনুরোধ জানান এবং এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জেলার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবিলম্বে জরুরী বৈঠক ডাকার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট ১৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরকারকে অবশ্যই অবহিত করার আহ্বান জানান হয়েছে।

এছাড়া গত ১৫ই সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক

(শেষ পাঃ ৫-কঃ দেখুন)

পুনর্বাসনের উদ্যোগ

(১-এর পাতার পর)

স্বাক্ষরকৃত অপর এক গোপন চিঠিতে মেমো নং ১০২৫ (৯) সি দেশের বিভিন্ন জেলা প্রশাসকদের নিকট পুনর্বাসন কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

ছয়টি পয়েন্ট সম্বলিত কর্মসূচীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (১) ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে চূড়ান্ত আগ্রহী পরিবারদের তালিকা করতে হবে। (২) স্ব স্ব চেয়ারম্যানরা এই সকল পরিবারকে নির্ধারিত ফরমে পরিচয়পত্র প্রদান করবে (৩)২২শে অক্টোবরের মধ্যে পরিবারগুলোকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে তালিকা প্রণয়ন, তালিকা প্রাপ্তির পরই আগ্রহী লোকদেরকে কোন অঞ্চলে পুনর্বাসন করা হবে এবং চট্টগ্রামের অভ্যর্থনা কেন্দ্রে কত তারিখে যেতে হবে তা জানান হবে। (৪) অভ্যর্থনা কেন্দ্রের সরকারী কর্মকর্তারা পুনর্বাসনেচ্ছুক লোকদের দেখাশুনা করবে এবং নির্ধারিত পুনর্বাসন এলাকায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করবে। (৫) অভ্যর্থনা কেন্দ্রে প্রতি পরিবারকে ২শ' টাকা দেওয়া হবে এবং পুনর্বাসন এলাকায় পৌছার পর আরো ৫শ' টাকা দেয়া হবে। পরবর্তী পাঁচ মাস পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে। এ ছাড়া ৬ মাস পর্যন্ত পরিবার পিছু সপ্তাহে ১২ সের গম দেয়া হবে। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আরো ৬ মাস এই কর্মসূচীর মেয়াদ বর্ধিত করা হবে। (৬) প্রথম সার্কুলারে বর্ণিত হারে পুনর্বাসিত এলাকার নবাগতদের জমি বরাদ্দ করা হবে।

সরকারের নতুন এই কর্মসূচী ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান সংকট আরো জটিল হবে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারনা। উল্লেখ্য, সোদি সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে সরকার এই কর্মসূচী গ্রহণ করেছে বলে প্রাপ্ত সূত্রে প্রকাশ।

The Ganakanta, Dacca, 16 October 1980

Despite Opposition Of The Tribals Arrangement For Rehabilitating 100,000 Families From Other Districts In The Chittagong Hill Tracts

Despite protest and strong opposition of the tribals, the Government have taken up a programme of rehabilitating about new 100,000 families from other districts of the country in the Chittagong Hill Tracts. On 5th September last the Commissioner of Chittagong Division issued a signed secret official instruction circular to the administrators of other districts advising them to make lists of the new families to be sent to the Chittagong Hill Tracts. The memo no. of the circular is 665 C dt. 5-9-80.

The said circular instructed to furnish list of 5,000 new intending families from each district to the Divisional Commissioner through special messenger by 30th September. Each family will be given 2.5 acres of plain land or 4 acres of bumpy land or 5 acres of hilly land free of cost and without Selami.

The circular requested the district administrators to give top priority to this work and to immediately call an urgent meeting of the concerned Chairmen and Members of the Union Parishads of the districts. It also requested to send a progress report of the work by 15th September for information of the Government.

Additionally on 15th September the administrator of the Chittagong Hill Tracts wrote from Rangamati a signed secret letter of memo no. 1025 (9) C to inform the administrators of other districts of the detailed guideline regarding the rehabilitation programme.

The programme included six points as mentioned below. (1) The list of the intending families should be completed by 15th October. (2) The Chairman concerned will issue identity cards in prescribed forms to all these families. (3) List of families group-wise should be completed by 22nd October. On receipt of the list they will be informed about the rehabilitation areas for them and on which date they should report to the Chittagong reception centre. (4) At the reception centre the Government officers will take care of the settlers and will make arrangement for their journies to the rehabilitation blocks. (5) At the reception centre each family will be given taka 200/- and on their arrival at the rehabilitation blocks they will be paid another instalment of taka 500/-. This provision will continue for five more months. In addition for 6 months each family will be given 12 seers of wheat per week. If the situation demands then this scheme will be extended for another 6 months. In the rehabilitation

block/

block, land will be allotted to the new arrivals at the scale as specified in the circular.

The experienced circles believe that as a result of the new programme drawn up by the government, the prevailing crisis in the Chittagong Hill Tracts will be more complicated. Notably it has been gathered from a source that the government have drawn up this programme with the financial help of the Saudi Government.

THE GANAKANTA, DACCA,
5 OCTOBER 1980
৫ই অক্টোবর ১৯৮০

২ গণকণ্ঠ

গণকণ্ঠ

(ঢাকাঃ রবিবার ১৮ই আশ্বিন, ১৩৮৭ সাল)

EDITORIAL

উপজাতীয় সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান চাই

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর পরিকল্পনা মন্ত্রী ডঃ ফসিহউদ্দীন মাহতাব ঢাকা শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী এক কর্ম শিবির, জুম চাষ এবং বনাঞ্চল উন্নয়ন সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জীবন-মান উন্নয়নের এক দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাপক কর্মসূচী প্রণয়নের কথা বলেছিলেন।

আমরা এর আগেও অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণের জীবন-মান উন্নয়নের বহু সরকারী সদিচ্ছার কথা শুনেছি। এবং উপজাতীয় জনগণের সম্পর্কে ভাল ভাল কথা যে শুধু বর্তমান সরকারের আমলেই শুনছি তাই নয়, বলতে গেলে পঞ্চাশের দশক থেকেই শুনে আসছি। কিন্তু কানে শোনার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষের কোন সামঞ্জস্য এ যাবত হলো না এটাই দুঃখ। তবে দেশের পরিকল্পনা মন্ত্রী যখন বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করে ভাষণ দিলেন আমাদের ধারণা হচ্ছে, উপজাতীয় জনগণের সমস্যা ও তার সমাধানের ব্যাপারে বর্তমান সরকার যথার্থই আগ্রহী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সে ধারণাও আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

উপজাতীয় নেতা সংসদ সদস্য শ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমার পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতি থেকে জানা গেল, বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জাতিসত্তার সার্বিক উন্নয়নের ব্যাপারে এ যাবত যত কথা বলেছেন, তা সবই রাজনৈতিক প্রচারণা মাত্র, শ্রী চাকমার ভাষায় 'বিজ্ঞাপন'। উপজাতীয় জনগণ আবহমানকাল থেকে যে সব সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন, বর্তমান সরকার অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে তা প্রত্যাহরণ করার মতলব গ্রহণ করেছেন। উপজাতীয়দের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি নিয়ে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে অসম্ভব।

বর্তমান সরকার এক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রত্যেক পরিবারকে পাঁচ একর জমি, এক জোড়া হালের গরু, নগদ টাকা এবং অন্যান্য সুবিধাদির প্রলোভন দিয়ে হাজার হাজার চাষী পরিবারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিয়ে আসা হচ্ছে। এই বহিরাগত চাষী পরিবারের লোকেরা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় উপজাতীয়দের জমি জমা, ভিটে-বাড়ী, সহায়-সম্পদ দখল করে নিচ্ছে এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। এর ফলে উপজাতীয় জনগণের জীবনে নেমে এসেছে এক দারুণ দুর্যোগ।

১৯০০ সালে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির (The Chittagong Hill Tracts regulation 1900 act I of 1900) ১ নং ধারা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকায় কোন বহিরাগত ব্যক্তি জমি খরিদ বা দখল করতে পারবে না কিংবা পার্বত্য এলাকার সরকারী খাস জমিও উপজাতীয়রা ছাড়া অন্য কাউকে বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না। যদি কোন ব্যক্তি কোন উপায়ে পার্বত্য এলাকায় জমি জমা খরিদ করে বসবাস করতে থাকে তবে ঐ শাসনবিধি ৫১ নং রুল অনুযায়ী তাকেও বহিষ্কার করা যাবে। বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০, সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উপজাতীয় এলাকায় বহিরাগতদের পুনর্বাসনের এক চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। শান্তি প্রিয় উপজাতীয় এলাকার দীঘি নালা, আলী কদম ও রুমাতে ক্যান্টনমেন্ট স্থাপন করা হয়েছে এবং অজস্র ছোট ছোট সামরিক ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে এলাকার সর্বত্র। সামরিক বাহিনীর লোকজনেরা উপজাতীয়দের উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করেছে। তাদের হয়েছে আজ নিজ ভূমিতে পরবাসীর অবস্থা। উপজাতীয়দের জীবন-মান উন্নয়নের এই হলো সরকারী কর্মতৎপরতার নমুনা!

বস্তুতঃ একথা আজ দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে, বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কোটি কোটি টাকার যে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন তার একটারও লক্ষ্য নয় উপজাতীয় জনগণের জীবন-মান উন্নয়ন। উপজাতীয় জনগণের স্বকীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জীবনধারার বিকাশ ইত্যাকার মনোহারী কথাবার্তা সরকার অজস্র বলে যাচ্ছেন, কিন্তু ওয়াকিবহাল যে কেউ বুঝতে পারছেন—এইসব প্রচারের অন্তরালে সরকারের আসল মতলব হলো উপজাতীয়দেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় উপজাতীয় অঞ্চলে বহিরাগতের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য, উপজাতীয় জনগণের আড়াই শতাংশও নয়। বর্তমানে বহিরাগতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০ শতাংশের বেশী। সংসদ সদস্য শ্রী উপেন্দ্রলাল চাকমা এক বিশ্বস্ত সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে অভিযোগ করেছেন, বর্তমান বছরে আরো ৪০ হাজার বহিরাগত চাষী পরিবারকে উপজাতীয় এলাকায় পুনর্বাসনের চক্রান্ত করা হচ্ছে।

আমরা জানিনা, উপজাতীয়দের সংখ্যালঘুতে পরিণত করে সরকার যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাচ্ছেন তার ফল দেশের জন্য কোন মঙ্গল বয়ে আনবে? উপজাতীয় অঞ্চলের বৈষয়িক উন্নয়নের নামে সরকার অনেক কথাই বলছেন বটে কিন্তু যাদের উন্নয়নের নামে এত আয়োজন সরকারী এই ব্যবস্থাপনায় তারা মোটেই সন্তুষ্ট নয় এটা জানতে আর কারো বাকি নেই।

এ কথা সুবিদিত যে, উপজাতীয় জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল যাবত অবহেলিত। দেশের সাধারণ জনগণের সাধারণ সমস্যার অংশীদার তারাও তথাপি তাদের আরো কিছু সমস্যা আছে যা তাদের নিজস্ব। পৃথিবীর সব দেশের উপজাতীয়দেরই কিছু কিছু নিজস্ব সমস্যা থাকে, সেগুলো সমাধানও করা হয় প্রকৃতি শোভন পথেই। উদাহরণ হিসেবে আমরা সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই দু'টি দেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের স্বকীয় ঐতিহ্য বজায় রেখে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অভুতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে এবং জাতীয় সমৃদ্ধিতেও তারা অবদান রেখেছে প্রচুর। দেশের সরকার তাদের উন্নয়নে ব্যাপক সাহায্য যুগিয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশের সরকার গ্রহণ করেছেন ভিন্ন পথ—যার ফল কোনো অবস্থাতেই ভাল হতে পারে না।

The Ganakanta, Dacca, Sunday, 5 October 1980

(Editorial)

Demand For Political Solution Of The Tribal Crisis

While inaugurating the two day-long seminar on a work centre, slash and burn cultivation and forest development at Dacca Educational Extension Centre on 28th September last, the Planning Minister, Dr. Fasiuddin Mahtab spoke about a large-scale, long term scheme to raise the standard of life (living) of the people of the Chittagong Hill Tracts.

Of course we have heard before about Government's intentions to improve the standard of life of the tribal people. We not only hear the present regime talk nicely about the tribal people but we have also been hearing these things since the fifties. But regrettably so far we could not find any consistancy between what we have heard and what we have seen. However when the country's Planning Minister delivered a speech at a special seminar, we felt that the present regime was really eager to solve the crisis of the tribal people. But unfortunately our belief was unfounded.

It was learnt from the press released statement of the tribal leader and Member of Parliament, Mr. Upendra Lal Chakma, that whatever the Government said about the all-round improvement of the tribal entity were all political propaganda - which Mr. Chakma termed "advertisement". The present Government have adopted a programme to systematically deprive the tribal people of their traditional privileges which they have enjoyed at all times. It has become simply impossible for the tribal people to survive and maintain their own culture and tradition.

The present regime has taken up a plan for bringing tens of thousands of peasant families from different districts in the Chittagong Hill Tracts by offering attractive financial inducement such as five acres of land, a pair of bullocks, cash money and other facilities to every family. With the help of the law-and-order-maintaining-forces these outsiders have been occupying lands, houses and properties of the tribal people thus providing fuel to violence. As a result a great disaster has befallen the lives of the tribal people.

According to Act I of the Chittagong Hill Tracts Regulation of 1900 no outsider except the tribal people can buy or occupy land or settle on the khas land in the tribal homeland. If any outsiders buy land in the Chittagong Hill Tracts by any means & settle on then they are liable to expulsion in accordance with Rule 51 of

the said/

the said Regulation. The present Government have been conspiring to rehabilitate the outsiders in the tribal area in complete violation of the Chittagong Hill Tracts Regulation of 1900. Military cantonments have been established in peaceful tribal areas such as Dighinala, Alikadam and Ruma. Several small military camps have been set up everywhere in the tribal homeland. The Army troops have been carrying out indescribable oppression on the tribal people. Now they have the status of foreigners in their own homeland. This is the actual example of the Government's activity to improve the standard of life of the tribal people.

In fact it has become as clear as day light that none of the crore taka-(million pound)-worth projects taken up by the Government in the Chittagong Hill Tracts is aimed at raising the standard of life of the tribal people. Often the Government say thousand heart-winning things about the development of the tribal culture, tradition and life but the well-informed circle understand that behind all these propaganda lies the Government's real motive - to achieve the political aim by reducing the tribal people to a minority. At the time of partition in 1947 the population of the outsiders was insignificant - less than 2.5% of the tribal population. At present the number of outsiders is more than 30%. The Member of Parliament, Mr. Upendra Lal Chakma has made an allegation by quoting a reliable information that a conspiracy is in progress to bring another 40,000 outsider peasant families in the Chittagong Hill Tracts this year.

We do not know what good will be done to the Country by achieving the Government's aim for reducing the tribal people to a minority. The Government are saying a lot of things in the name of economic development in the tribal area. But every one knows that the people,for whom such huge arrangement are claimed to be made, are not happy at all with the Government's plan.

It is a well-known fact that this tribal ethnic group has been neglected for a long time. They share the problems of the country with the rest of the general public. Additionally they have also their own problems. All the tribal people of the world have their own problems which are solved in a just manner. For example we can mention two countries, China and Soviet Union wherein the tribal ethnic groups have maintained their own tradition and made tremendous progress educationally and culturally and contributed greatly to the prosperity of the nation. The Government gave them large-scale help for their development. But the Government of our country are treading a diffent path the result of which cannot be good in any circumstances.

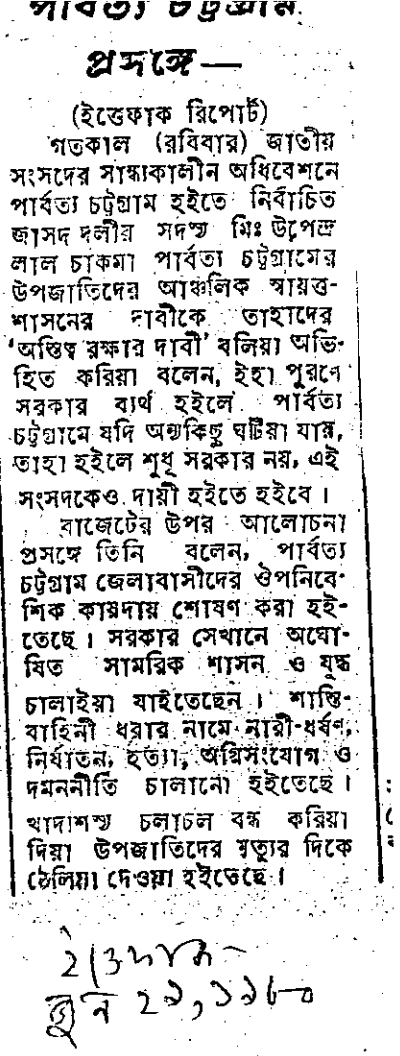

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে—

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (রবিবার) জাতীয় সংসদের সান্ধ্যকালীন অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত জাসদ দলীয় সদস্য মিঃ উপেন্দ্র লাল চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসনের দাবীকে তাহাদের 'অস্তিত্ব রক্ষার দাবী' বলিয়া অভি-হিত করিয়া বলেন, ইহা পূরণে সরকার ব্যর্থ হইলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি অন্যকিছু ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে শুধু সরকার নয়, এই সংসদকেও দায়ী হইতে হইবে।

বাজেটের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাবাসীদের ঔপনিবে-শিক কায়দায় শোষণ করা হই-তেছে। সরকার সেখানে অঘো-ষিত সামরিক শাসন ও যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছেন। শান্তি-বাহিনী ধরার নামে নারী-ধর্ষণ, নির্যাতন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও দমননীতি চালানো হইতেছে। খাদ্যশস্য চলাচল বন্ধ করিয়া দিয়া উপজাতিদের মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে।

জুন ২৯, ১৯৮০

The Ittefaq, Dacca, 29 June 1980

<u>Pertaining To The Chittagong Hill Tracts</u>

(Ittefaq Report)

Yesterday (Sunday) in the evening session of the National Assembly, the elected Member of Parliament from the Chittagong Hill Tracts and member of the JASAD party, Mr. Upendra Lal Chakma, described the tribal peoples demand for autonomy as the demand for survival. He added that if the Government failed to fulfil it and consequently something happened in the Chittagong Hill Tracts, then not only the Government but this Assembly also would be held responsible for it.

In the course of debating budget he said that the inhabitants of the Chittagong Hill Tracts were being exploited in the fashion of the colonists. There the Government have been carrying out undeclared war and military rule. In the pretext of pursuing the Shanti Bahini rape, oppression, murder, arson and repressive policies are being committed. The supply of food has been banned in order to starve the tribals to death.